ক্রান্তিদিনের বৈশাখ

মাহমুদা রুনু

নদীর নাম কীর্তনখোলা ।
ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে ভাসে
পদ্ম, শাপলা, কচুরিপানা,
জয়যাত্রায় যুদ্ধযাত্রী পালছেড়া নাও।
যুদ্ধদিনের বৈশাখ ।
ফুলের সাথে নির্ভুল তরঙ্গে ভাসে
বেয়নেট খোচা অগনিত 'আস্রাফুল মখলুকাত'।
শত্রুর ঘাটি ধ্বংস করে নিঃসার ভেসে যায়
সে আমার ভাই, হৃদয় ছেড়া দীপ ।
যুদ্ধদিনের বৈশাখের অবাধ ঘুর্নিঝড় ।
যুদ্ধদিনের বৈশাখ, নবান্নের বৈশাখ ।
জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
জয়ের নেশায় নেশাতুর বৈশাখ ।

কেটে যায় ৩৫বৈশাখ ।
আসে ভয়াল-বিভৎস এক ক্রান্তিকাল ।
আচম্বিতে ভেসে যায় সেন্ট মার্টিনসে
সে আমার ভাই, হৃদয় ছেড়া দীপ ।
ক্রান্তিদিনের বৈশাখের অবাধ করুনাধারা ।
কথা ছিল হার-বছরের মত এবারেও
চৈত্র সংক্রান্তির রাতে
লাল পাড় সাদা শাড়ী মায়ের জন্য,
হাত ধরে হেটে যাওয়া এলিফ্যান্ট রোড থেকে
প্রভাতী বর্ষবরন । রমনার বটমুলে ।
সারাপথ গাওয়া
'আগুনের পরশমনি ছোয়াও প্রানে
এজীবন পূণ্য করো ' ॥॥॥॥॥।

মা হেটে যান শাহবাগের পথ ধরে
ক্রান্তিদিনের বৈশাখী প্রভাতী মেলায়
হৃৎপিন্ডকে সাড়াসিতে ধরে ।
উদ্বেলিত তারুন্যের দুজন, অসংখ্যজন হোয়ে
ঘিরে ধরে মায়ের হাত ।
হাত ধরে যায় বস্তিতে বস্তিতে,
কলাপাতায় সাজিয়ে যত্নের পরশে বিলায়
নবান্নের অন্ন । ওদের জন্য ।
অন্ন যাদের প্রাপ্যের সুদুরে;
ক্রান্তিকাল ছিনিয়ে নিয়েছে ওদের মুখের গ্রাস ।
অন্নপ্রাপ্তির হাসি স্বরাজ হোয়ে দীপ্তি ছড়ায়

নিহারিকার আলো হোয়ে কাটে অনিশ্চিত আধার ।
ওরা আমার ভাই ।
একজন যুদ্ধদিনের
অন্যজন ক্রান্তিদিনের ।

বৈশাখে বয়স বাড়ে বর্ষের ।
অনির্বান 'জয় বাংলা' জলন্ত শিখা ।
বসুন্ধরার সৌন্দর্য সে শিখায় প্রজ্জ্বলিত ।
যুদ্ধদিনের বৈশাখের আত্মাহুতি
ক্রান্তিদিনের বৈশাখে ।
হৃদয় এখন কষ্টিপাথর
কাঁদে না প্রান আর, নীরব নীথর ।

করুনাময়ী এবার হেটে যান
চিটেপোড়া ধান ক্ষেতের আ'ল ধরে ।
বুক ভেসে যায় চোখের জলে ।
এ যে দূর্বিসহ অভিশাপ !
সিডর, বন্যা, চিটেপোড়া ধান !!
হে বিধাতা, সর্বদাতা -
এ মাটিকে শক্তি দাও
৩৭ বছরের স্বাধীনতার প্রকান্ড শক্তি ।
যে মাটিকে উৎসর্গ করেছি আমার সন্তান
তাকে ফলবতী করো
টগবগে প্রানের রক্তসিক্ত
বসুন্ধরাকে সাহসী করো, উৎকৃষ্ট করো ।
ফসলের মাঠ সোনালী ধানের আশির্বাদে উপচে দাও ।
ক্রান্তিদিনের দুঃখ তিমিরে জ্বালাও মংগলদীপ ।
বৈশাখে বিশুদ্ধ কর
এ বসুন্ধরা, এ ধরিত্রী ।
যুদ্ধদিনের বৈশাখে দিয়েছি সন্তান
ক্রান্তিদিনের বৈশাখে চাই ধান ।
ফিরিয়ে দাও মহার্ঘময় নিশ্চিন্ত নবান্ন উৎসব
নিরন্নের জন্য অন্ন ।

যুদ্ধদিনের নিহারিকা,
ক্রান্তিদিনের স্বরাজ,
এসো ফিরে দুঃখ তিমিরে ল'য়ে মংগলদীপ ।
সোনাময়ী প্রদীপ হোয়ে
ক্রান্তিদিনের এই বৈশাখে ।

৯ এপ্রিল ২০০৮

(মুক্তিযোদ্ধা নিহার ভাই, ছোটভাই স্বরাজের স্মরণে)